ইমরান আহমাদ

দ্য পাওয়ার

দ্য প্যান্থার

ইমরান আহমাদ

সম্পাদনা-পরিষদ
আবদুর রশীদ তারাপাশী
ইমরান রাইহান
আবুল কালাম আজাদ

কালান্তর প্রকাশনী

চতুর্থ সংস্করণ ও অষ্টম মুদ্রণ : জানুয়ারি ২০২৪
প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১৭

© : প্রকাশক

মূল্য : ৬৩৭০, US $20. UK £17

প্রচ্ছদ : কাজী সফওয়ান

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮ ৪৮ ২১

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা, বাংলাবাজার
ঢাকা। ০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96140-2-9

The Panther
by Imran Ahmad

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved

No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

অর্পণ

আব্বা-আম্মা

যাঁদের জন্য 'আমি'

ইশরাত সুলতানা মারজিয়া

ইশমাম সুলতানা মাহদিয়া

যারা আমার চোখের শীতলতা

আমি যাদের গভীর ব্যাকুলতা।

উম্মাহর সে-সকল জিন্দাদিল মুজাহিদ,

যাঁদের রক্ত-ঘামে গড়ে উঠেছে মিল্লাতের ভিত।

আইন জালুতের যুদ্ধ ছিল ইতিহাসের অন্যতম নিষ্পত্তিমূলক সন্ধিক্ষণ। মোঙ্গলদের অপরাজেয়তার উপাখ্যান ভেঙে যায় চিরতরে। থেমে যায় উত্তর আফ্রিকা অভিমুখে তাদের সম্প্রসারণ প্রয়াস। নিশ্চিত হয় ইসলামের চলমান অস্তিত্ব। সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে প্রতিষ্ঠিত হয় মামলুক সার্বভৌমত্ব।

—প্রফেসর মেয়ার

প্রকাশকের কথা

মরু সাহারার মধ্যপ্রান্তরে পিপাসাকাতর কোনো পথিক যখন গলা ভেজানোর কৌটা আবিষ্কার করে, তখন তার গোটা অস্তিত্বে বয়ে যায় সুখকর এক অনুভূতি। এই অনুভব-অনুভূতি আনন্দের, উপভোগের। পুলকিত করে তাকে চেতনাজাগানিয়া টনিকের মতো। হৃদয়ে দেয় সুখের দোলা। আকাশপানে উত্থিত তার শাহাদাত অঙ্গুলির ইশারা থেকে যেন ঠিকরে পড়ে হামদে বারি তাআলার ওয়াহদানিয়াতের স্ফুলিঙ্গ। গাজওয়ায়ে আহজাবের কঠিন পাথর থেকে উৎসারিত আলোর ফোয়ারায় উদ্ভাসিত কায়সার ও কিসরা বিজয়ের বিস্ময়কর ঘটনাবলির অনুরূপ অবাক করা উপাখ্যানই হলো *দ্য প্যান্থার।* চিতারাজখ্যাত সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সের অসামান্য বীরত্ব, অনুকরণীয় জীবনচরিত, শ্বাসরুদ্ধকর টানা অভিযানের ধারাবিবরণীতে অলংকৃত অনবদ্য এ গ্রন্থটি। এক চুমুকেই যেন খুঁজে পাওয়া যায় জনমের সার্থকতা।

সোশাল মিডিয়ায় কত লেখাই তো হররোজ আসে-যায়, ঘুরে বেড়ায়; কিন্তু কজন তাকায় সে দিকে। সময়ই বা কোথায়। অথচ টানা ৩০ পর্বের প্রলম্বিত ধারাবাহিকী *দ্য প্যান্থারে* এসে আমার চোখ দুটো স্থির হয়ে যায়। বিশ্বাস হচ্ছিল না যে, সোনালি যুগ-পরবর্তী ইতিহাসেও বর্ণাঢ্য বিজয়গাথা-দাস্তান আরও আছে। উমর ফারুক, খালিদ সাইফুল্লাহ, মুহাম্মাদ ইবনু কাসিম, তারিক ইবনু জিয়াদ, কুতায়বা ইবনু মুসলিম, ইউসুফ ইবনু তাশফিন, সালাহুদ্দিন আইয়ুবি, সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজ, সুলতান মুহাম্মাদ আল ফাতিহ, সুলতান সুলায়মান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টসহ জগদ্‌বিখ্যাত মুসলিম বিজয়ীদের নাম আমরা অনেকেই জানি। কিন্তু আশ্চর্য! আলো-আঁধারির মাঝে বহুকাল ধরে লুকিয়ে রইল বাইবার্স আখ্যান। দুর্দমনীয় বাইবার্সঝড়ের ইতিবৃত্ত রয়ে গেল অপঠিত, অখ্যাত অবস্থায়, ইতিহাসের অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরও অগোচরে, অদেখা।

আমাদের পরিচিত উদ্যানে, সাধারণ কাননে, অবহেলিত উঠোনেও যে ডায়মন্ড ছড়িয়ে থাকতে পারে, তারই জলজ্যান্ত প্রমাণ দেন মাওলানা ইমরান আহমাদ। মোবাইলের কৃত্রিম কিবোর্ডে ছন্দের ঝংকার তুলে রচিত করেন কালজয়ী এক মহামানবের ঝলমলে এই মহাকাব্য। এভাবেও বিশাল কলেবরের কোনো গ্রন্থের ভ্রূণ তৈরি করা যায়, এটা ছিল আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য। বিস্ময়কর হলেও এটাই আজ সত্য, অনস্বীকার্য-বাস্তব।

যে বাইবার্সের ভয়ে আগ্রাসীরা ছিল সন্ত্রস্ত, সেই চিতারাজের জাতি হলেও আজ আমাদের মাথায় বসে খেলা করছে বানরের দল। মায়ের ছিন্নভিন্ন রক্তাক্ত লাশের পাশে বসে কাতরাচ্ছে দুধের শিশু। রাজসিংহাসনের মালিকরা আজ পথের ভিখারি। প্রতিটি মুসলিম জনপদ আজ রক্তসাগরে ভাসমান। আপন ভিটেমাটি ছেড়ে তাঁরা দৌড়াচ্ছে দিগ্‌বিদিক। আমরা হারাতে বসেছি আমাদের সোনালি অর্জন, বর্ণালি বিজয়গাথা। ভুলতে বসেছি নিপুণ বীরত্বের ইতিকথা। আজ সময় এসেছে ঘুরে দাঁড়াবার, আপন ইতিহাস জানার, বোঝার।

নিজেদের চেনার সহায়ক বাস্তবসম্মত এই ইতিহাসগ্রন্থটি অসাধারণ বর্ণনার ফল্গুধারায় সাজিয়েছেন সময়ের সাহসী এই কলমসৈনিক। লেখকের প্রামাণ্য উপস্থাপনা, তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, ভাষার অনুপম কারুকার্য বইটিকে করেছে হৃদয়গ্রাহী। শুধু নিজে নয়; বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজনসহ জানা-অজানা সবার কাছে বইটি পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদেরই। তবেই আমাদের শ্রম হবে সার্থক। হামদান শাকিরিনা লিল্লাহি আজ্জা ওয়া জাল্লা।

এই সংস্করণে বইটির বানান ও ভাষা-সংক্রান্ত ত্রুটিগুলো যথাসম্ভব দূর করা হয়েছে। তথ্যগত কিছু ত্রুটি ছিল, সেগুলোও সংশোধন করা হয়। বেশ কিছু লেখা সংযোজন-বিয়োজন হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ প্রতিটি তথ্যে সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। আর এসব কাজ তিনজন মিলে যৌথভাবে করেছেন—আবদুর রশীদ তারাপাশী, ইমরান রাইহান ও আবুল কালাম আজাদ। বিশেষ করে সূত্রগুলোর পেছনে মাসের পর মাস সময় ব্যয় করেছেন ইমরান রাইহান। আল্লাহ্ সবার উত্তম প্রতিদান দিন।

বইটিতে আগে অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম ছিল না। এই সংস্করণে পুরো বইটি অধ্যায়, শিরোনাম-উপশিরোনাম দিয়ে বিন্যাস করা হয়েছে। আর এসবের কারণে বইটির কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমরা আমাদের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি ভালো কিছু উপহার দিতে। তারপরও কোনো ধরনের অসংগতি দৃষ্টিগোচর হলে আমাদের জানিয়ে বাধিত করবেন। কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সংশোধন করা হবে।

আবুল কালাম আজাদ
কালান্তর প্রকাশনী
১০ জুলাই ২০২০

সূচিপত্র

উপক্রমণিকা # ১৫

১ম অধ্যায়

ঝড়ের পূর্বাভাস # ১৯

এক	: কিপচাকের পরিচয়	১৯
দুই	: বাইবার্সের জন্ম ও দাশবাজারে বিক্রি	২০
তিন	: আইয়ুবি বাহিনীতে বাইবার্স	২২
চার	: ঘুণেধরা আইয়ুবি সাম্রাজ্য	২৩
পাঁচ	: মুমূর্ষ আইয়ুবি সাম্রাজ্যে প্রাণের স্পন্দন	২৪

২য় অধ্যায়

ক্রুসেডারদের মুখোমুখি বাইবার্স # ২৬

এক	: ক্রুসেডের নেতৃত্বে ফরাসি সম্রাট নবম লুই	২৭
দুই	: ক্রুসেডারদের মুখোমুখি বাইবার্স	৩০
তিন	: বাইবার্সের হাতে প্রিন্স রবার্টের শোচনীয় পরাজয়	৩১
চার	: ফারিসকুর যুদ্ধে বাইবার্সের হাতে ক্রুসেডারদের পরাজয়	৩২
পাঁচ	: সম্রাট নবম লুইয়ের পরাজয় ও বন্দিদশা	৩৩

৩য় অধ্যায়

মামলুকদের আগমন # ৩৪

এক	: আইয়ুবি সাম্রাজ্যের পতন	৩৪
দুই	: মিসরের সিংহাসনে শাজারাতুদ দুর	৩৫

৪র্থ অধ্যায়

খাওয়ারিজমের বীর # ৩৯

এক : খাওয়ারিজম পরিচিতি ৩৯
দুই : খাওয়ারিজম সাম্রাজ্যে মোঙ্গল তাণ্ডব ৪২

৫ম অধ্যায়

স্তেপের যোদ্ধা # ৪৫

এক : মোঙ্গলদের পরিচয় ৪৫
দুই : চেঙ্গিস খানের বংশধর ৪৭
তিন : হাশাশিন ৫০

৬ষ্ঠ অধ্যায়

সাম্রাজ্য পতনের দিনগুলো # ৫২

এক : বাগদাদের আব্বাসি খিলাফহর পতন ৫৩
দুই : বাগদাদে মঙ্গোলদের তাণ্ডব ৫৬

৭ম অধ্যায়

আইন জালুত : অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই # ৫৯

এক : যুদ্ধের পরামর্শসভা ৬৩
দুই : সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা ৬৪
তিন : হালাকুর দূত-হত্যা ৬৫
চার : মোঙ্গলদের প্রতিক্রিয়া ৬৬
পাঁচ : ঐতিহাসিক আইন জালুত ৬৮
ছয় : শুরু হলো সংঘর্ষ ৬৭
সাত : শক্তির বোকামি ৭০
আট : মিদফার ব্যবহার ও বাইবার্সের অসামান্য বীরত্ব ৭২
নয় : ভয়ংকর যুদ্ধ ৭৩
দশ : 'ওয়া ইসলামাহ, ওয়া ইসলামাহ' ৭৪
এগারো : মোঙ্গল সেনাপতি কিতবুগার বীরত্ব ও তাকে হত্যা ৭৬
বারো : বাইবার্স কর্তৃক মোঙ্গলদের ধাওয়া ৭৮
তেরো : পরাজয়ের পর হালাকুর পদক্ষেপ ৮০

৮ম অধ্যায়

সুলতান কুতুজ হত্যা # ৮১

এক : কুতুজ হত্যার কারণ ৮২
দুই : মামলুকদের সিংহাসনে আরোহণের পদ্ধতি ৮৫

৯ম অধ্যায়

সুলতান হলেন বাইবার্স # ৮৬

এক : নতুন রণাঙ্গন ৮৮
দুই : হালাকু খানের মুখোমুখি বাইবার্স ৯১
তিন : নুসাইরি সম্প্রদায় ও ভণ্ড ফেদাইন গ্রুপ ৯২

১০ম অধ্যায়

ফিরে এল খিলাফত # ৯৬

এক : ১২৬২ খ্রিষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার আব্বাসি খিলাফতের সূচনা ৯৬
এক : নতুন খলিফার বাগদাদ আক্রমণ ৯৮

১১তম অধ্যায়

বাইবার্সের সুলতানি রাজ্যশাসন # ১০১

এক : যোগাযোগব্যবস্থার উন্নয়ন ১০১
দুই : ক্রুসেড নির্মূলে বাইবার্সের অবদান ১০২
তিন : অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষায় বাইবার্সের অবদান ১০৩

১২তম অধ্যায়

বিপদে হালাকু খান # ১০৫

এক : বারকে খান-বাইবার্স মৈত্রীচুক্তি ১০৫
দুই : বারকে খান ও হালাকু খানের দ্বন্দ্ব ১০৬
তিন : বারকে খানের বাহিনীর হাতে হালাকু খানের পরাজয় ১০৭

১৩তম অধ্যায়

কারাকের যুদ্ধ # ১০৯

এক : ঘরের শত্রু বিভীষণ ১০৯
দুই : বাইবার্সের ক্ষমা ও গাদ্দারদের পরিণতি ১১০

১৪তম অধ্যায়

পতন হলো শহরগুলির # ১১৩

এক	: নাজারেথ বিজয়	১১৩
দুই	: আক্কা অবরোধ	১১৪
তিন	: আরসুফ বিজয়	১১৬
চার	: নাইটদের পরিণতি	১১৬
পাঁচ	: আতলিত বিজয়	১১৬
ছয়	: হাইফা বিজয়	১১৮

১৫তম অধ্যায়

ক্রুসেড-মোঙ্গল যৌথবাহিনী # ১১৯

এক	: সিজারিয়া অবরোধ ও বিজয়	১২১
দুই	: হসপিটালার নাইটদের লজ্জাজনক পরিণতি	১২২
তিন	: সিলিসিয়া	১২৩

১৬তম অধ্যায়

গন্তব্য আরমেনিয়া # ১২৫

এক	: সিলিসিয়া বিজয়	১২৫
দুই	: মারি বিজয়	১২৬
তিন	: মামিস্ত্রা, আয়াস, আদানা, তারসুস ও সিস বিজয়	১২৭
চার	: সাফাদ বিজয়	১২৮
পাঁচ	: টেম্পলার নাইটদের পরিণতি	১২৮
ছয়	: আসকালান ও জাফা বিজয়	১২৯
সাত	: সাকিফ আরনুন বিজয়	১৩০
আট	: সিলিসিয়া বিজয়	১৩১

১৭তম অধ্যায়

বাইবার্সঝড়ের মুখে এন্টিয়ক # ১৩২

এক	: এন্টিয়কের পরিচয়	১৩৪
দুই	: এন্টিয়ক আক্রমণ	১৩৫
তিন	: এন্টিয়ক বিজয়	১৩৭
চার	: ১৭০ বছরের পুরানো হিসাব	১৩৯

১৮তম অধ্যায়

চারিদিকে শত্রু # ১৪১

এক : জেরুসালেমের কান্না ১৪১
দুই : ক্রুসেডের আড়ালে দরিদ্র ইউরোপের উদ্দেশ্য ১৪২
তিন : অষ্টম ক্রুসেড ১৪৩

১৯তম অধ্যায়

অ্যাসাসিনদের রাজ্যে # ১৪৫

এক : হাশাশিন কারা ১৪৬
দুই : সেলজুকদের আক্রমণ ও নেজামুল মুলক তুসি রাহ.-এর শাহাদাত ১৫০
তিন : হাশাশিনদের মুখোমুখি বাইবার্স ১৫১
চার : অবরুদ্ধ হাশাশিন রাজ্য ১৫২
পাঁচ : আগাখানিদের পরিচয় ১৫৫

২০তম অধ্যায়

নতুন ক্রুসেডের হাতছানি # ১৫৮

এক : অষ্টম ক্রুসেডের পরিণতি ১৫৯
দুই : বুর্জ সাফিতা বিজয় ১৬২
তিন : কিংডম অব ত্রিপোলি অবরোধ ১৬৩

২১তম অধ্যায়

নবম ক্রুসেড # ১৬৫

এক : মোঙ্গলদের পলায়ন ১৬৮
দুই : মন্টফোর্ট, নাজারেথ ও কাকুন হাতছাড়া ১৬৯
তিন : নৌযুদ্ধ ১৭০
চার : নবম ক্রুসেডের ফল ১৭২

২২তম অধ্যায়

অনন্য বাইবার্স # ১৭৫

এক : ক্রুসেড মোকাবিলাকারী কজন বীরশ্রেষ্ঠ ১৭৬
দুই : বাইবার্সের কিছু ক্রুসেডকীর্তি ১৭৭

২৩তম অধ্যায়

বাইবার্সের বিজয়রথ # ১৭৯

এক	: নুবিয়া বিজয়	১৮০
দুই	: আবারও মোঙ্গলদের মুখোমুখি	১৮১
তিন	: আনাতোলিয়া ও সেলজুক রোমের পরিচয়	১৮৩
চার	: আলবিস্তানের মহারণে মোঙ্গল-মামলুক	১৮৬

২৪তম অধ্যায়

নতুন যুদ্ধের প্রস্তুতি # ১৯০

এক	: কায়সারিয়া যুদ্ধ ও মেঙ্গু তিমুরের পরিণতি	১৯০
দুই	: আনাতোলিয়ায় আবাগা খানের নৃশংসতা	১৯২
তিন	: আর-রুম্মানায় নতুন অভিযান	১৯৩
চার	: হতাশ আবাগা খানের পলায়ন	১৯৪
পাঁচ	: দশম ক্রুসেডের ব্যর্থ প্রয়াস	১৯৫
ছয়	: ক্রুসেডারদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব	১৯৬

২৫তম অধ্যায়

প্যান্থারের বিদায় # ১৯৮

এক	: বাইবার্সের ইনতিকাল	১৯৯
দুই	: বাইবার্সের দাফন	১৯৯

২৬তম অধ্যায়

একনজরে বাইবার্স ও তাঁকে নিয়ে মূল্যায়ন # ২০১

এক	: একনজরে সুলতান বাইবার্স রাহ.	২০১
দুই	: বাইবার্স সম্পর্কে কিছু মূল্যায়ন	২০৩

উপক্রমণিকা

দ্য প্যান্থার। শুধু বইয়ের নাম নয়। একটা ঝলমলে গৌরবের স্মারক। সোনায় মোড়ানো বিজয়ের পালক। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে যুগসন্ধিক্ষণের অবিশ্বাস্য অনেক বীরত্বগাথা। অসামান্য সব কীর্তিকথা। এটা মূলত ভীতিকর একটা পরিচিতি। দুর্দম্য চিতাগতির অনুপম স্বীকৃতি। মুগ্ধ, স্নিগ্ধ, প্রতিপক্ষের স্তুতি। শিকার প্রদত্ত শিকারির উপাধি। যাঁর নামে ক্রুসেড মূর্ছা যেত নিরন্তর—এটা সেই 'বাইবার্সের' ইউরোপীয় রূপান্তর।

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স। উন্মত্ত ক্রুসেডের ত্রাস। বর্বর মোঙ্গলদের বিনাশ। হারামি ফেদাইনদের অভিশাপ। যাঁর চওড়া বুকের টক্করেই ক্রুসেড-হ্যারিকেন হারিয়েছিল গতি। দিক পালটেছিল মোঙ্গল ঝড়। মুখ থুবড়ে পড়েছিল ফেদাইন তুফান। খ্রিষ্টজগত সেই তাঁকেই সমীহ করত ভয়ংকর সুন্দর এই অভিধায়।

তিনি ক্রুসেডারদের ধ্বংসের কারিগর। মুসলিম উম্মাহর অহংকার। বিশ্ব-ইতিহাসের অলংকার। অসামান্য এক বিরল প্রতিভা। দুর্দান্ত সাহসিকতার জীবন্ত নমুনা। তাঁর তরবারির ডগায়ই রচিত হয়েছে মধ্যযুগের ইসলামি স্বর্ণিল ইতিহাস। বর্ণিল বিজয়যাত্রার অনবদ্য সব মহাকাব্য। তিনিই সেই সেনানায়ক, যাঁর ঝুলিতে রয়েছে শত্রুকে বিরামহীন সাড়ে ৪০০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত সসৈন্যে তাড়িয়ে দেওয়ার অবিশ্বাস্য রেকর্ড। ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাই আজও তিনি অম্লান-ভাস্বর। মুসলিম ইতিহাসের বরেণ্য বীরশ্রেষ্ঠদের অন্যতম।

তিনি কিপচাক-কুমান গোত্রীয় তুর্কি বংশোদ্ভূত সেই দুর্ধর্ষ যাযাবর যোদ্ধা, যাঁর লৌহকঠিন থাবায় ক্রুশের নাগপাশ থেকে দ্বিতীয়বার মুক্ত হয়েছিল পবিত্র মাসজিদুল আকসা। স্বপ্নের জেরুসালেম। অপসৃত হয়েছিল হলি সেপালকারের ট্রু-ক্রুশ। সর্বাধিক চার-চারটি হিংস্র ক্রুসেড তিনি একাই সামলেছেন। একমাত্র মুসলিম সেনাপতি তিনিই, যিনি ইউরোপীয় কোনো সম্রাটকে খাঁচায় পুরেছেন। নরখাদক হালাকু খানকে হামেশাই রেখেছেন দৌড়ের ওপর। আইন জালুত, হোমস, বিরা, আনাতোলিয়ার যুদ্ধে মোঙ্গলদর্প তিনিই চূর্ণ করেছেন।

আমরা ক্রুসেড মোকাবিলার নেতৃত্বে ইমাদুদ্দিন, বীরত্বে নুরুদ্দিন, কৃতিত্বে সালাহুদ্দিন আইয়ুবিকেই বুঝি, চিনি, জানি। তাঁরা ছিলেন দ্বি-শতাব্দীব্যাপী চলমান রক্তস্নাত ক্রুসেডের একেকটি অধ্যায়ের ধারক। জিনকিরা প্রতিরোধের পথিকৃৎ হলে আইয়ুবি জেরুসালেমের প্রথম উদ্ধারকারী। ক্রুসেডের বাকি সব ইতিহাস, সেই কুমান-তুর্কির নিজ হাতে লেখা। কার্যত তিনিই ক্রুসেডের বিষদাঁত ভাঙার কারিগর। মেরুদণ্ড গুঁড়িয়ে দেওয়ার নায়ক। তাঁর বজ্রাঘাতেই ক্রুসেডের বিষবৃক্ষ হয়েছিল বিধ্বস্ত, মূলোৎপাটিত। ইউরোপ হয়েছিল ক্রুসেড ঘোষণা থেকে নিবৃত্ত, নিরুৎসাহিত। লেভান্ট—ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূল পেয়েছিল পরিত্রাণ। অব্যাহত ক্রুসেড উন্মাদনায় পড়েছিল ভাটার টান। তিনি ছিলেন ক্রুসেডের প্রত্যাঘাত। তাই আজও তিনি ক্রুসেডমানসে চিহ্নিত 'শেষ আঘাত'।

গোবির বুকে জাগা মোঙ্গল ঝড়ে বিশ্ব যখন ইসলামি সভ্যতার প্রায় সমাপ্তিই দেখে ফেলছিল, বিশাল-বিস্তৃত খাওয়ারিজম, আদিগন্ত পরিব্যাপ্ত আব্বাসি খিলাফত যখন ধসে পড়ছিল, স্রেফ মিসর, সিরিয়া আর হিন্দুস্থানের কিয়দংশ ছাড়া সমগ্র মুসলিমবিশ্ব যখন জ্বলছিল, রক্তসাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল, ঠিক তখনই বীরবিক্রমে রুখে দাঁড়ান এক লৌহমানব। যাঁর গমগমে কণ্ঠে কর্তৃত্বের আভাস ছিল সুস্পষ্ট। সিদ্ধান্তের অবিচলতায় যিনি ছিলেন পাথুরে পর্বত। ক্ষিপ্রতায় দুরন্ত চিতাবৎ। তিনি রুকনুদ্দিন বাইবার্স। চিতারাজ, দ্য প্যান্থার। বাকিটা তো ইতিহাস। ৫০৭ বছরের প্রাচীন আব্বাসি খিলাফতের পতন-পরবর্তী মাত্র চার বছরের মাথায় উম্মাহকে ফের খিলাফতের ছাতা উপহার—সেটাও তো তাঁরই কৃতিত্ব। যদিও তিনি ছিলেন তৃতীয় বা চতুর্থ মামলুক সুলতান, তথাপি তিনি ছিলেন মামলুক সাম্রাজ্যের আক্ষরিক স্থপতি। তাঁর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছে উম্মাহর আজকের ভিত্তি। মিল্লাতের আধুনিক মানচিত্রের স্থিতি। সীমানার বিস্তৃতি।

তাঁকে নিয়ে যেমন আলোচনা হওয়ার কথা ছিল বাংলাসাহিত্যে, ইতিহাসে, অজ্ঞাত কারণে এর সিকিভাগও কিন্তু হয় না, হচ্ছে না। যা আছে, তা-ও ছড়ানো-ছিটানো, বিচ্ছিন্ন। অগোছালো-অসংলগ্ন, বিক্ষিপ্ত। কেবল প্রচারের অভাবেই ধুলোর আস্তরণে চাপা পড়ে আছে কিংবদন্তির সেসব মহাকাব্য। হায়! আমরা অনেকেই নন্দিত সে নামটা পর্যন্ত আজও জানি না। তাই মহাকালের নিঃসীম শূন্যতায় অধমের ক্ষুদ্র এ প্রয়াস। জানি না কতটুকু পূরণ হলো। তবু যদি ইতিহাসের কপাটবদ্ধ দ্বার ঈষৎ হলেও খুলে যায়, প্রজন্মের চিন্তায় গতি পায়, তবেই সার্থক অধমের সব প্রয়াস।

বক্ষ্যমাণ গ্রন্থে ইতিহাসের আলোকে দ্য প্যান্থার খ্যাত সেই বাইবার্সেরই বর্ণাঢ্য জীবনচরিত বিবৃত হয়েছে। সঙ্গে আছে পারিপার্শ্বিক কিছু কথা। উঠে এসেছে তখনকার দুর্যোগময় বিশ্বপরিস্থিতির বর্ণনাও। খুব সংক্ষেপে। স্বল্প পরিসরে। কল্পিত গল্পাকারে

নয়, রং চড়ানো কাহিনিও নয়। বলা যায়, নিখাদ ইতিহাসেরই সারনির্যাস, কালজয়ী এক উপাখ্যান।

যে কথাটি না বললেই নয়; ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের জুলাইয়ে পাঁচ খণ্ডের *সিরাত আজ-জাহির বাইবার্স* ডাউনলোড করে অধ্যয়ন করি। পড়তে পড়তে বাইবার্সের একটা হৃদয়জাগানিয়া রূপ আমার সামনে হাজির হয়। ভাবলাম, বাইবার্সের কীর্তিকথা আরও ব্যাপকভাবে প্রচার হওয়া দরকার। তাই ফেসবুকের উন্মুক্ত উঠোনে ঘোষণা দিয়েই ধারাবাহিকভাবে একান্ত নিজের ভাষায় প্রকাশের উদ্যোগ নিলাম। বন্ধুমহল থেকে বেশ সাড়াও পাই।

একসময় নিজের মধ্যেও চলে আসে বিচিত্র এক অনুভূতি। ভাবতে শুরু করি—ছেপে দিলে মন্দ কী; কিন্তু এসব কি শুধু ভাবলেই হয়। সাধ-সাধ্যের ফারাকটা তাই বড্ড পীড়া দিচ্ছিল। আর তখনই পাশে এসে দাঁড়াল কালান্তর প্রকাশনী। মূলত তাদেরই একান্ত মনোবাঞ্ছা, নিঃস্বার্থ অনুপ্রেরণায় আজকের এই মলাটবদ্ধ সংস্করণ। কৃতজ্ঞতার বাগডোরে তাঁদের অবদান খাটো করতে চাই না।

বইটির তৃতীয় সংস্করণ আপনাদের হাতে। এই সংস্করণে ভাষা, বানান ছাড়াও তথ্যগত কিছু সংশোধনী আনা হয়েছে। কাজটি প্রকাশনী নিজ উদ্যোগে করিয়েছে। আমি কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

ইমরান আহমাদ
১৫ জুলাই ২০২০
হবিগঞ্জ, বাংলাদেশ

১ম অধ্যায়

ঝড়ের পূর্বাভাস

খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক। মুসলিম দুনিয়া তখন অতিক্রম করছে ইতিহাসের কঠিনতম ক্রান্তিকাল। চারদিকে শুধু আগুন, রক্ত আর ধ্বংসের কলরোল। পশ্চিম থেকে ধেয়ে আসছে একের পর এক ক্রুসেড। পূর্বদিকে কিয়ামতের বিভীষিকা নিয়ে কড়া নাড়ছে তাতার মরুঝড়। গোবির বুক চিরে জেগে ওঠা ওই ঝড়; সভ্য দুনিয়ার সবকিছু লন্ডভন্ড করে হিংস্রগতিতে এগোচ্ছে। দানবের গ্রাসে ইনসানিয়াত হয়ে পড়েছে অপাংক্তেয়। কাপালিকের কৃপাণে মানবতার খাক-খুন গড়াগড়ি খাচ্ছে নৈমিত্তিক। বিধ্বংসী ওই সাইমুমের তাণ্ডব কিন্তু সবচেয়ে বেশি সইতে হয়েছে মুসলিম উম্মাহকেই।

আব্বাসি খিলাফতের বাইরে মধ্য ও পূর্ব-এশিয়া নিয়ে গড়ে ওঠা বিশাল মুসলিম খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য ছিল মোঙ্গল তুফানের প্রথম শিকার। মাত্র তিন বছরের মাথায় সমগ্র খাওয়ারিজম চলে যায় মোঙ্গল সাম্রাজ্যের পেটের গভীরে।

মোঙ্গলরা ছিল লম্বা-চওড়া চেহারার মানুষ। গায়ের রং হলদেটে। এদের ঘোড়াগুলো খর্বকায় হলেও গতি ছিল তীব্র। এরা ছিল লক্ষ্যভেদী তিরন্দাজ। এদের দূরপাল্লার তির-ধনুক ছিল বিশ্বের ত্রাস। দ্রুতগতি, তিরের প্রাচুর্য, হিংস্রতা আর পঙ্গপালসদৃশ সংখ্যাধিক্যের কারণে মানুষ এদের তখন ইয়াজুজ-মাজুজ বলেই ভাবত। এদের সংগঠক ছিল অখ্যাত এক তেমুজিন—ইতিহাসকুখ্যাত চেঙ্গিস খান।

১২২৭ খ্রিষ্টাব্দ—বিখ্যাত মোঙ্গল সেনাপতি খেপ নয়ন (নোয়ান) ও সুবুদাই বাহাদুর আচমকা ঢুকে পড়ে নতুন এক ভূখণ্ডে—কিপচাকে।

এক. কিপচাকের পরিচয়

কিপচাক—বিশাল জনগোষ্ঠীর তুর্কি বংশোদ্ভূত এক উপজাতি। বাঙালিদের সঙ্গে তুর্কিদের পার্থক্য এটাই যে, আমাদের উপজাতিরা হয় সংখ্যালঘু; কিন্তু তুর্কিদের উপজাতিগুলো মূল গোষ্ঠীর তুলনায় হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ। 'কিপচাক' তুর্কি শব্দ, যার অর্থ

'ঠালা গাছের সন্তান'। কিপচাকদের কিংবদন্তি মতে, একদা বিশাল এক ফাঁপা গাছের ভেতর থেকে তাদের এক পূর্বপুরুষ বেরিয়ে আসে, সেই থেকে তাদের নাম হয় কিপচাক। ইসলাম গ্রহণের আগে তুর্কিরা এসব রূপকথায় বিশ্বাস করত। কিপচাকরা ছিল যাযাবর জাতি, ছিল দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। জাতিতে কিপচাকের প্রায় সবাই ছিল মুসলিম। কাফকাজ (ককেশাস) পর্বতমালার উত্তরে, ইতিল (ভল্গা) নদীর দক্ষিণে তারা বাস করত। তাদের নামানুসারেই ঘাসে ভরা এই ভূখণ্ড 'কিপচাক স্তেপ' নামে পরিচিত হয়ে ওঠে।

বৃহত্তর সারকোসিয়ার অন্তর্গত আধুনিক কাজাখস্তান নামক ভূখণ্ডে অন্যান্য তুর্কি গোত্রের সঙ্গে বসবাস করত 'কুমান' সম্প্রদায়, যারা ছিল কিপচাকেরই একটা শাখাগোত্র। এরা ছিল গোটা স্তেপের মধ্যে সবচেয়ে দুর্ধর্ষ। শৈশবে বন্য নেকড়ে, কৈশোরে বাঘ আর যৌবনে সিংহের সঙ্গে টক্কর দিয়েই বেড়ে উঠত তারা। তাই প্রাকৃতিকভাবেই এরা হতো দুরন্ত—দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। কুমানদের স্থায়ী কোনো বাসস্থান ছিল না। তাঁবু ছিল তাদের নিত্য আবাস। মেষ পালনেই চলত তাদের জীবন-জীবিকা। কুমানদের মেষ ও ঘোড়া ছিল অসংখ্য। মেষের গোশত ও দুধ ছিল তাদের প্রধান খাবার। ঘোড়া ছিল বাহন। মেষের মিহি লোম থেকেই বোনা হতো তাদের পোশাক। তাই মেষপাল ছিল তাদের পরমপ্রিয়। মেষের জন্য ওরা যুদ্ধে জড়াতেও কুণ্ঠিত হতো না। অন্যদের মেষপাল লুটে নেওয়া এবং নিজেদেরটা রক্ষা করাই ছিল তাদের দৈনন্দিন কাজ।

কিপচাক স্তেপে যেমন প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ছিল না, তেমনই অভাব ছিল না বিপদাপদেরও। চিতা ও শেয়াল ছিল মেষপালের জন্য সবচেয়ে বড় বিপদ। কিপচাকের চিতা ও শেয়াল কেমন হিংস্র ছিল, সেখানকার সামান্য বিড়ালের হিংস্রতায়ই সেটা বোঝা যায়। কিপচাকের বিড়ালগুলো এতই দুরন্ত ও হিংস্র ছিল যে, এরা যাযাবরদের বড় বড় তুর্কি মোরগ শিকার করে পুরোটাই সাবাড় করে ফেলত। কিপচাক স্তেপে ফলত প্রচুর পরিমাণ শাকসবজি। এই সবজির ওপর ক্ষণে ক্ষণে দলবেঁধে হামলে পড়ত স্তেপের দুষ্টু কাঠবিড়ালী।

প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিরূপ এই পরিবেশের কারণেই কুমানরা ছিল নিষ্ঠুর, হিংস্র ও দুরন্ত যোদ্ধা। তরবারি হাতে সম্মুখযুদ্ধে এরা ছিল অজেয়। আক্রমণ, আত্মরক্ষা ছাড়াও অবসরে এরা তাঁবুতে বসে থাকত না। তখন এরা মেতে উঠত স্তেপের হরিণ শিকারে।

দুই. বাইবার্সের জন্ম ও দাসবাজারে বিক্রি

১৯ জুলাই ১২২৩। দুর্ধর্ষ সব যোদ্ধাদের আঁতুড়ঘর কিপচাক স্তেপের এই কুমান গোত্রেই জন্ম নেন দুরন্ত এক সেনানায়ক—বে-বার্স। তুর্কিতে বে অর্থ প্রধান; আর বার্স মানে